

আল-ফিরদাউস সাপ্তাহিকী

সংখ্যা : ২০ | মে ৩য় সপ্তাহ, ২০২০ ঐসাযী



সূচী

১৪ বছরের ফিলিস্তিনি তরুণকেও হত্যা করলো ইসরাইলি বাহিনী,
কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করতে গ্রাম অবরোধ

০১

করোনা দুর্যোগেও কাশ্মীরে ফোন ও ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দিলো
মুশরিক হিন্দু সরকার, বিপর্যস্ত সাধারণ চিকিৎসাব্যবস্থাও

০২

শ্রীলংকায় ইসলামি অস্তিত্বে আঘাত চলছেই,
পোড়ানো হচ্ছে মুসলিমদের লাশ

০৩

মহামন্দার আশঙ্কায় আমেরিকা, ছয় সপ্তাহে বেকার ৩ কোটিরও বেশি মানুষ

০৪

পুলিশের বাড়াবাড়িতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে এবার কারাগারেই মারা
গেলেন স্থানীয় তাবলিগ জামাতের আমির

০৫

পাকিস্তানে সরকারি মুরতাদ বাহিনীর উপর মুজাহিদদের ৭টি সফল
হামলা, হতাহত ২৭ এরও অধিক কুফফার সেনা

০৬

শামে মুরতাদ বাহিনীর কাছ থেকে ৩টি গ্রামসহ ৭টি চেকপোস্ট বিজয়
করলেন আল কায়েদার মুজাহিদগণ, হতাহত ১৫০ কুফফার সেনা

০৬

শান্তি প্রক্রিয়ার বিঘ্নিত করায় কাবুল বাহিনীর উপর ইসলামি ইমারতের
হামলা, ৩০০ এর অধিক কুফফারকে হতাহত করলেন আল্লাহর সৈনিকেরা

০৭

আফ্রিকাতে ক্রুসেডার জাতিসংঘের বাহিনীর উপর হামলা,
৩ কুফফার নিহতসহ আহত ৪ ক্রুসেডার

০৮



ফিলিস্তিন

১৪ বছরের ফিলিস্তিনি তরুণকেও হত্যা করলো ইসরাইলি বাহিনী, কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করতে গ্রাম অবরোধ

জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরের আল-খলিল শহরে সন্ত্রাসী ইহুদিবাদী সেনাদের হামলায় ১৪ বছরের এক ফিলিস্তিনি তরুণ শহীদ হয়েছেন। গত বুধবার ভোরে আল-খলিল শহরের দক্ষিণে আল-ফাওয়ার শরণার্থী শিবিরে দখলদারদের হামলায় ওই ফিলিস্তিনি তরুণ শহীদ হন। এছাড়াও আহত হয়েছেন আরো অনেকে।

এর আগে মঙ্গলবার রাতেও পশ্চিম তীরের উত্তরে জেনিন শহরে ইসরাইলি সেনাদের হামলায় কয়েক জন ফিলিস্তিনি শাহাদাৎবরণ করেন। এদিকে, ইসরাইলি কারাগারে চিকিৎসার অভাবে নুর জাবের আল বারগুসি নামের এক বন্দীও শাহাদাৎবরণ করেছেন। ফিলিস্তিনে ওই শহীদের জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়েছে। অসুস্থ হওয়ার পরও জাবের আল বারগুসিকে উপযুক্ত চিকিৎসা না দিয়ে ধীরে ধীরে হত্যা করে এই ইসরাইলী সন্ত্রাসী বাহিনী।

অন্যদিকে করোনাভাইরাসের বৈশ্বিক দুর্যোগ চলাকালীন সময়ে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করতে ফিলিস্তিনের এক গ্রামের প্রবেশমুখে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে ইহুদিবাদী ইসরাইল।

রাস্তা অবরোধের ফলে দখলকৃত জেরুজালেমের উত্তর-পশ্চিমের একটি গ্রামে কয়েক সপ্তাহ ধরে ফিলিস্তিনি বাসিন্দাদের চলাচল ও খাদ্য সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটে।

পবিত্র রমজান মাস শুরু হওয়ার পর থেকে ইহুদিবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের সন্ত্রাসী সেনাবাহিনী এ গ্রামের প্রবেশপথে একটি প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছিলো যার উদ্দেশ্য ছিলো বাইরের কেউ গ্রামে প্রবেশ করতে এবং গ্রামের বাড়ির ভিতরের লোকজন বাইরে যেতে না পারে। এই প্রতিবন্ধকতার ফলে চরম বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন গ্রামের বাসিন্দারা। এই অমানবিক প্রতিবন্ধকের ফলে রাস্তায় চলাচলে বিড়ম্বনার পাশাপাশি সেই গ্রামের বাসিন্দাদের জনজীবনে নেমে এসেছে চরম দুর্ভোগ।

গ্রামে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ যাতে না হয়, সে লক্ষ্যে নেওয়া ইহুদিবাদী হানাদার বাহিনীর নিপীড়নমূলক পদক্ষেপগুলো সাম্প্রতিককালে তীব্র থেকে তীব্রতর করা হচ্ছে।



ইহুদিবাদী ইসরাইলী সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রতিবন্ধক দিয়ে



কাশ্মীর

করোনা দুর্যোগেও কাশ্মীরে ফোন ও ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দিলো মুশরিক হিন্দু সরকার, বিপর্যস্ত সাধারণ চিকিৎসাব্যবস্থাও

করোনাভাইরাস মহামারীর মধ্যে কাশ্মীরে আবারও ফোন লাইন ও মোবাইল ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দিলো মোদির মালাউন সরকার।

উপত্যকাটি যখন ৫ আগস্টের যোগাযোগ লকডাউন থেকে মাত্র বেরিয়ে আসতে শুরু করেছিলো, তখনই আবারও এই বিধিনিষেধ আরোপ করা হলো। গত ৫ আগস্ট কথিত কেন্দ্রীয় মালাউন সরকার জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করে এ অঞ্চলকে দুটো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেও বিভক্ত করেছিলো। ওই পদক্ষেপের নয় মাস পরে এসেও সম্ভাসী প্রশাসন এখনও ফোরজি ইন্টারনেট সংযোগ পুনর্বহাল করেনি।

এদিকে এক ডাক্তার টুইট করে বলেছেন, যারা জরুরি সার্জারির জন্য আসছেন, তাদের সবাইকে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। ফোনলাইন না থাকার কারণে তারা অপারেশান থিয়েটারের স্টাফদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছেন না। তিনি জোর দাবি জানান, যাতে এ রকম একটা সঙ্কটে জরুরি সেবার সাথে সংশ্লিষ্টদের বিকল্প যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়

পেশায় সাংবাদিক আরেক ব্যক্তি তার বাবাকে নিয়ে চরম দুশ্চিন্তার মধ্যে আছেন। তার বাবার হৃদযন্ত্রের ভালভে সমস্যা রয়েছে এবং সেটাতে সমস্যা হলে রক্ত চলাচলে জটিলতা তৈরি হয়। ওই সাংবাদিক জানান, তার বাবা অস্বস্তির কথা জানিয়ে বেশ কয়েকজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞকে ফোন করলেও কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারেননি। কারণ হিসেবে তাদের কারোরই বিএসএনএল সংযোগ নেই বলে জানান তিনি।

এছাড়াও উপত্যকার বাইরে যারা বাস করছেন, তারা তাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় একজন লিখেছেন মহামারীর কারণে মানুষ এমনিতেই 'উধাও হয়ে যাচ্ছে'। এখন পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলতে না পেরে মনে হচ্ছে তারা একেবারেই নাই হয়ে গেছেন।



শ্রীলঙ্কা

শ্রীলঙ্কায় ইসলামি অস্তিত্বে আঘাত চলছেই, পোড়ানো হচ্ছে মুসলিমদের লাশ

শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে জুবাইর ফাতিমা রিনোসা নামে একজন মুসলিমের মৃত্যুর পর তাকে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। ৪৪ বছর বয়সী এই নারীকে পুড়িয়ে ফেলার দুই দিন পর প্রকাশিত তার পরীক্ষার রিপোর্ট দেখা গেছে যে, তিনি কোভিড-১৯ এ মারা যাননি।

রিনোসার চার সন্তানের একজন মোহাম্মদ সাজিদ বলেন, ইসলামী দাফন আইন বিরোধীর বাইরে বিতর্কিত আইন অনুযায়ী তার মাকে ৫ মে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জোর করে তার ভাইয়ের কাছ থেকে পুড়িয়ে ফেলার জন্য সম্মতিপত্রে স্বাক্ষর নিয়েছেও বলে জানান তিনি।

তার মাকে ‘ভুল করে’ পোড়ানো হয়েছে, এটা জানার পর তার বাবা প্রচণ্ড ক্রোড়েছেন। “একদিন হয়তো তার চলে যাওয়াটা মেনে নিতাম। কিন্তু তাকে পোড়ানো হয়েছে, এটা মানতে পারছি না” এ বলে তিনি ক্রোড়েই চলছিলেন।

বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ দক্ষিণ এশিয়ার এই দ্বীপরাষ্ট্রটি শুরুতে কবর দেয়ার ব্যাপারে সম্মত হলেও ১১ এপ্রিল তারা নির্দেশনা সংশোধন করে এবং কোভিড-১৯ এ মারা গেলে পোড়ানো বাধ্যতামূলক করে মুসলিম বিরোধী এই সম্ভ্রাসী দেশটা।

শ্রীলঙ্কা মুসলিম কংগ্রেস (এসএলএমসি) দলের সাবেক এমপি আলি জহির মাওলানা আল জাজিরাকে বলেন, “এই পরিবার শোকের মধ্যে আছে। তারা শুধু তাদের প্রিয়জনকেই হারায়নি, বরং তাকে দাফন করার মৌলিক ধর্মীয় অধিকার থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ তাদের সাথে খারাপ আচরণও করেছে”।



আমেরিকা

মহামন্দার আশঙ্কায় আমেরিকা, হয় সপ্তাহে বেকার ৩ কোটিরও বেশি মানুষ

করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট সংকটে আমেরিকায় ভয়াবহ মন্দা দেখা দিতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তা আবারও দেশে বেকারত্বের হার নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। লকডাউনের কারণে, গত এপ্রিলে বেকারত্বের হার উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। মে মাসে তা বেড়ে আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক মন্দা সূচকের নিম্ন পর্যায়ে চলে যাবে, এমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এসব কর্মকর্তা।

এছাড়া প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কেভিন হ্যাসেট ১০ মে সিএনএনের 'স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন'একটি শোতে বলেছেন, মে মাসের রিপোর্টে বেকারত্বের হার সম্ভবত ২০ শতাংশের কাছাকাছি চলে যেতে পারে।

অন্যদিকে করোনাভাইরাসে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুর মিছিল থামছেই না। সেইসঙ্গে প্রতিনিয়তই বাড়ছে সংক্রমণের সংখ্যা। করোনা মহামারিতে লকডাউনে থাকা দেশটিতে ভয়াবহভাবে বাড়ছে বেকার সংখ্যাও। এখন পর্যন্ত দেশটিতে বেকার হয়েছেন ৩ কোটি ৩৩ লাখ মানুষ। আর এই সংখ্যায় পৌঁছাতে সময় লেগেছে মাত্র ছয় সপ্তাহ।

দেশটির শ্রম অধিদপ্তর জানিয়েছে, মার্চ থেকেই প্রতি সপ্তাহে বেকার হচ্ছেন প্রায় ৬০ থেকে ৭০ লাখ মানুষ। বর্তমানে দেশটির কর্মক্ষম গোষ্ঠীর ২০ শতাংশ মানুষই বেকার হয়ে পড়েছেন।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণের পর দেশটির অর্থনৈতিক কার্যক্রম গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে নেতিবাচক হয়েছে। ২০০৮ সালের চেয়েও বড় মন্দার মুখে পড়তে যাচ্ছে দেশটি। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের বেকারত্ব হার পৌঁছেছে ১৫ শতাংশ। অথচ দুই মাস আগেই এ হার ছিল মাত্র সাড়ে ৩ শতাংশ।

তবে শুধু করোনার কারণেই কথিত এই সুপার পাওয়ারের এই লেজেগোবরে অবস্থা তা মানতে নারাজ অনেকেই। একদিনেই যে এমন অবস্থা হয়নি তা খুব সহজেই বলা যায়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধের খেসারত এখন গুনে গুনে দিতে হচ্ছে এই কথিত পরাশক্তির। ইরাক, আফগানে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচের বাস্তবতা এখন টের পাচ্ছে এই ট্রাম্পের আমেরিকা। তাই আন্তর্জাতিক শয়তানি পদ্ধতিতে টিকে থাকা বর্তমান জামানার এই ছবল পরনির্ভরতা কাটাতে পারেনি তিনটি মাসও।



ভারত

পুলিশের বাড়াবাড়িতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে এবার কারাগারেই মারা গেলেন স্থানীয় তাবলিগ জামাতের আমির

ভারতের বিজেপিশাসিত উত্তর প্রদেশের জৌনপুর জেলা তাবলিগ জামাতের আমির নাসিম আহমেদ (৬৫) নামে একজন আমির অস্থায়ী কারাগারে অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন।

গতবুধবার 'নবভারত টাইমস' জানিয়েছে, জেলা প্রশাসন ওই তাবলিগ নেতাকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানোর পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় মামলাও দায়ের করেছিলো। কোয়ারেন্টাইনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হওয়ায় সম্প্রতি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্মিত অস্থায়ী কারাগারে রাখা হয়। তিনি এখানে অসুস্থ হলে চিকিৎসা শেষে তাকে আবারও কারাগারে পাঠানো হয়। পরে গত মঙ্গলবার রাতে হঠাৎ তার শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। এসময় তাকে জৌনপুর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানেই মারা যান তিনি। জৌনপুরে অস্থায়ী কারাগারে রাখা জেলা তাবলিগ জামায়াতের প্রধান নাসিম আহমেদের বিরুদ্ধে দিল্লির নিজামুদ্দিন মারকাজ থেকে ফেরা বাংলাদেশি নাগরিকদের আশ্রয় দেওয়া এবং তাদের সম্পর্কে তথ্য গোপন করার অভিযোগে মামলা করা হয়েছিলো।

এদিকে, অস্থায়ী কারাগারে তাবলিগ জামায়াতের জেলা প্রধানের মৃত্যুর পরে সেখানে থাকা অন্য তাবলিগ সদস্যরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। মরহুম নাসিম আহমেদের পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন, ব্যবস্থাপনার অবহেলার কারণেই মারা গেছেন নাসিম আহমেদ। মরহুম

নাসিমের ঘনিষ্ঠ মুহাম্মাদ শোয়েব জানান, সন্ত্রাসী পুলিশ কর্মকর্তাদের বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাকে বাড়িতে যেতে দেওয়া হয়নি। যার কারণে তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় সেখানেই মারা যান তিনি।

অন্যদিকে ভারতে মুসলিম বিদ্বেষী চিত্র বরাবরের মতোই চলমান রয়েছে। সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে দেশটিতে বহু হত্যাকাণ্ড, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবকালেও সাম্প্রদায়িক বর্বরতা চালানোর চেষ্টা করছে উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসী মহল।

এবার তারই অংশ হিসেবে চেন্নাইয়ে 'দোকানে কোনো মুসলিম কর্মচারী নেই' বিজ্ঞাপন টাঙানোর ঘটনা ঘটেছে। চেন্নাইয়ের টি নগরের মহালক্ষ্মী স্ট্রিটে অবস্থিত 'জৈন বেকার্স অ্যান্ড কনফেকশনারিজ' নামে এই বেকারিতে এ ঘটনাটি ঘটে। দোকানের সামনে 'দোকানে কোন মুসলিম কর্মী নেই' লিখে একটি হোর্ডিং মালিক।

বেকারিতে মুসলিম কর্মী থাকলে সেখানকার পণ্য বেচা-কেনা চলবে না এমন একটি মেসেজ বার্তা মাধ্যম হোয়াটসঅ্যাপে ছড়ানোর কথা বলে এমনটি করেছে জানিয়েছে বেকারিটির মালিক। বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোনও আসে বলে জানান তিনি। 'দোকানে কোনো মুসলিম কর্মী আছে কি না' ফোন করে জানতে চান এসকল ফোনকারীরা। এ সমস্যা থেকে নিস্তার পেতেই দোকানের মালিক ওই বিজ্ঞাপন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়



পাকিস্তান

পাকিস্তানে সরকারি মুরতাদ বাহিনীর উপর মুজাহিদদের ৭টি সফল হামলা, হতাহত ২৭ এরও অধিক কুফফার সেনা

পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী তানযিম তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের অঙ্গসংগঠন হিসাবে পরিচিত হিজবুল আহরার এর মুজাহিদিন গত সপ্তাহে পাকিস্তান জুড়ে প্রায় ৭টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

পুলিশ সদস্যরা। পাকিস্তানের খাইবার, পাখতুন, পেশওয়ার ও বাজুর এজেন্টের সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের এসকল সফল অভিযানগুলো পরিচালনা করেছেন।

হিজবুল আহরার এর জানবায় মুজাহিদদের এসকল সফল হামলার টার্গেটে পরিণত হয় ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম পাকিস্তানের মুরতাদ সরকারী বাহিনীর ডলারখোর সেনা ও

মুজাহিদদের এসকল হামলায় পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ২১ সৈন্য নিহত এবং আরো ৭ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন শাখাটির মুখপাত্র।

শাম

শামে মুরতাদ বাহিনীর কাছ থেকে ৩টি গ্রামসহ ৭টি চেকপোস্ট বিজয় করলেন আল কায়েদার মুজাহিদগণ, হতাহত ১৫০ কুফফার সেনা

আল-কায়েদা সিরিয়ান ভিত্তিক শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন তাদের নেতৃত্বাধীন অপারেশন ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন এর জানবায় মুজাহিদদের নিয়ে বিজয়ের মাস পবিত্র রমাদানুল মোবারকে শাম তথা সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় হামা সিটির সাহলুল-ঘাব ও তার আশপাশের এলাকাগুলো এবং লাতাকিয়া ও ইদলিবের পল্লি এলাকাগুলোতে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া কাফেরদের বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটি ও পয়েন্টগুলোতে তীব্র হামলা চালাতে শুরু করেছেন।

ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন অপারেশন রুম হতে গত ১২, ১৫, ১৭ ও ১৯ রমাদানুল মোবারকে সিরিয়ার লাতাকিয়া, হামা ও ইদলিব সিটিতে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া কাফের মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদগণ ৬টি সফল অভিযান

পরিচালনা করেছেন। এর মধ্যে মুজাহিদগণ হামা সিটির সাহলুল-ঘাব অঞ্চলেই কুফফার বাহিনীর বিরুদ্ধে ৩টি অভিযান পরিচালনা করেন। এই অভিযানগুলোর মাধ্যমে আল-কায়েদা মুজাহিদগণ কুফফার বাহিনী হতে ৩টি গ্রাম ও ৭টি চেকপোস্ট বিজয় করে নিয়েছেন। হত্যা করেছেন ১৫০ (দেড়শতাধিক) কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া কাফের/মুরতাদ সৈন্যকে, জীবিত বন্দী করেছেন আরো ৩ মুরতাদ সৈন্যকে। আর মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন ৩টি ট্যাংক, ২৮টি ক্লাশনিকোভ সহ বিপুল পরিমাপ হালকা ও ভারী যুদ্ধাস্ত্রের পাশাপাশি অনেক যুদ্ধসরঞ্জামাদি। মুজাহিদদের বাকি ৩টি হামলাতেও অনেক মুরতাদ ও রাশিয়ান ক্রুসেডার সৈন্য হতাহতের শিকার হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় অনেক সামরিকযান ও যুদ্ধসরঞ্জামাদি।



খোরাসান

শান্তি প্রক্রিয়ার বিঘ্নিত করায় কাবুল বাহিনীর উপর ইসলামি ইমারতের হামলা,
৩০০ এর অধিক কুফফারকে হতাহত করলেন আল্লাহর সৈনিকেরা

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান ও ক্রুসেডার আমেরিকার মধ্যকার স্বাক্ষরিত চুক্তির ধারাগুলো মেনেই তালেবান মুজাহিদিন আফগানিস্তান জুড়ে শান্তি প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করে চলছেন। কিন্তু শুরু হতেই কাবুলের পুতুল আশরাফ গনি প্রশাসন শান্তি প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে চলেছে। আটক বন্দীদের মুক্তিতে ইচ্ছাকৃত বিলম্ব, বেসামরিক ও নিরাপরাধ আফগান জনসাধারণের দোকান-পাট ও বাড়িঘর লক্ষ্য করে হামলা চালানো থেকে শুরু করে সকল ধরনের চুক্তিবিরোধী কাজ করে আসছে যার ফলে হতাহতের শিকার হচ্ছেন শত শত নিরাপরাধ বেসামরিক আফগান জনগণ।

সর্বশেষ গত সপ্তাহে কাবুলের পুতুল সরকার আশরাফ গনি যুদ্ধের ঘোষণাপত্র জারি করে পুরো আফগানিস্তানকে রণক্ষেত্রে পরিণত করে এবং এর মাধ্যমে এই কুফফার বাহিনী স্পষ্টভাবে শান্তি প্রক্রিয়া বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। এদিকে আশরাফ গনির এমন হটকারিতামূলক সিদ্ধান্তের পর তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ জানিয়েছেন যে, ইসলামী ইমারাতের জানবাজ তালেবান মুজাহিদদের প্রতিটা ইউনিট শত্রুদের যে কোনও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পরিপূর্ণরূপে প্রস্তুত এবং তাঁরা এটা ভালো করেই জানে যে তাদের জনগণ ও তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলো কিভাবে রক্ষা করতে হবে। বর্তমান

পরিস্থিতিতে আফগানিস্তান জুড়ে সংঘর্ষের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া ও এর পরিণতির জন্য পরিপূর্ণরূপে কাবুল প্রশাসন দায়ী। আর এর জন্য কাবুল প্রশাসনকে চড়া মূল্য দিতে হবে বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য যে, কাবুল প্রশাসনের এমন হটকারিতা মূলক সিদ্ধান্তের পরপরই তালেবান মুজাহিদিন পাকতিয়া প্রদেশে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে ৫০ সৈন্যকে হত্যা এবং ৪০ এরও অধিক সৈন্যকে আহত করেছেন। এছাড়াও গত সপ্তাহে তালেবান মুজাহিদিন আফগানিস্তান জুড়ে প্রায় কয়েক শতাধিক সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এর মধ্যে কান্দাহার, হেলমান্দ, ফারয়াব ও সর্বশেষ পাকতিয়া প্রদেশে তালেবান মুজাহিদদের মাত্র ৪টি পৃথক হামলাতেই কাবুল প্রশাসনের ১৪৫ এরও অধিক সৈন্য নিহত এবং আরো ৯৩ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়।

Visit:

<https://dawahilallah.com>

<https://alfirdaws.org>



আফ্রিকা

আফ্রিকাতে ক্রুসেডার জাতিসংঘের বাহিনীর উপর হামলা, ৩ কুফফার নিহতসহ আহত ৪ ক্রুসেডার

গত ১১ মে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির কাইদাল অঞ্চলে অবস্থিত দখলদার ক্রুসেডার জাতিসংঘের বাহিনীর একটি সামরিকযান লক্ষ্য করে তীব্র হামলা চালানোর ঘটনা ঘটেছে। ওয়ার্ল্ড নিউজ এজেন্সি এর তথ্য অনুযায়ী ঐ হামলায় ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল যার ফলে যানটির ভিতরে থাকা ৩ সৈন্য নিহত হয়। এছাড়াও আহত হয় ৪ এর অধিক আরো ক্রুসেডার সেনা।

এছাড়াও অন্যান্য হতাহত সৈন্যদেরকে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ২ সেনার অবস্থা খুবই আশংকাজনক বলে জানিয়েছে। এই হামলার ব্যাপারে এখনো কোন দল হামলার দায় স্বীকার না করলেও জাতিসংঘ এই হামলার জন্য আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন কে দায়ী করেছে।

